প্রথম আলো

16 JAN 2017

20 2

বিএমডিসির নিবন্ধনের দাবিতে বিক্ষোভ, সড়ক অবরোধ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

বিএমডিসির নিবন্ধনের দাবিতে গতকাল দুপুরে ইউএসটিসির সামনের সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা ● ছবি : প্রথম আলো

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ●

বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের (বিএমডিসি) নিবন্ধনের দাবিতে গতকাল রোববার দুপুরে আবারও সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের (ইউএসটিসি) এমবিবিএস শ্রেণির তিনটি ব্যাচের শিক্ষার্থীরা। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কয়েক শ শিক্ষার্থী মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাস থেকে প্রায় আধা কিলোমিটার দূরে নগরের জাকির হোসেন সড়কে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনারের কার্যালয়ের সামনে যান। সেখানে তাঁরা ১০ মিনিট অবস্থান করেন।

২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএসে ভর্তি হওয়া ২৫তম ব্যাচ, ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের ২৬তম ব্যাচ ও ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের ২৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা গত বুধবার থেকে বিএমডিসি নিবন্ধনের দাবিতে ক্যাম্পাসে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছেন। গত বুধবারও ইউএসটিসির সামনের সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। আন্দোলনরত এক হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ৪০০ শিক্ষার্থী ভারতের। এ ছাড়া বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, নেপালসহ ১৩টি দেশের শিক্ষার্থী রয়েছেন।

২৫তম ব্যাচের ভারতীয় শিক্ষার্থী আরাফাত রাশিদ ও মাহমুদুল হাসান *প্রথম আলোকে* বলেন, বিএমডিসির নিবন্ধন ছাড়া তাঁদের পড়ালেখার কোনো মূল্য নেই। তাঁদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। তাঁরা দূতাবাসের কর্মকর্তাদের বিভিন্নভাবে বিষয়টি জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে চট্টগ্রামে নিযুক্ত ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার সোমনাথ হালদার বলেন, 'এটা শুধু ভারতীয় শিক্ষার্থীদের সমস্যা নয়। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের অধ্যয়নরত সব শিক্ষার্থীর সমস্যা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করছি। উপাচার্য ঢাকায় আছেন এ বিষয়টি নিয়ে। তাঁরা একটি সমাধান বের করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আশা করি হয়ে যাবে।'

শিক্ষার্থীদের বিএমডিসির নিবন্ধন না পাওয়ার কারণ এবং এ বিষয়ে করণীয় নির্ধারণে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনারের কাছে জানতে চেয়েছেন সে দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। গত শুক্রবার ভারতের গণমাধ্যমে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা যায়।

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে গতকাল ইউএসটিসি কর্তৃপক্ষ ২৫তম ব্যাচের চূড়ান্ত পরীক্ষা স্থগিত করেছে। ২৩ জানুয়ারি থেকে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। পরীক্ষা স্থগিত করার কথা স্বীকার করেন ইউএসটিসির রেজিস্ট্রার অধ্যাপক বদরুল আমিন ভূঁইয়া। তিনি বলেন, 'শিক্ষার্থীদের নিবন্ধনের বিষয়ে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি।'

ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনারের কার্যালয়ের সামনে থেকে ফিরে এসে দুপুর সোয়া ১২টায় ক্যাম্পাসের সামনের জাকির হোসেন সড়ক আধা ঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় ইউএসটিসির বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য সচিব নীনা ইসলামের কুশপুতুল পোড়ানো হয়। শিক্ষার্থীদের অবরোধের কারণে সড়কের দুই পাশে যানজটের সৃষ্টি হয়।

খুলশী থানার এসআই শংকর কান্তি দাশ বলেন, শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে সড়ক অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

ইউএসটিসির একটি সূত্র জানায়, শিক্ষার্থীর নিবন্ধন বা অনুমোদন দেবে কি দেবে না তা নিয়ে বিএমডিসির সঙ্গে দেনদরবার চলছিল। এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির পর বিএমডিসির নিবন্ধন দরকার হয়। এরপর ইন্টার্নশিপ শুরু করার আগে এবং ইন্টার্নশিপ শেষ করার পর আরও দুই দফা নিবন্ধন নিতে হয় বিএমডিসি থেকে।

বিএমডিসির সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ সহিদুল্লা বলেন, ইউএসটিসি নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে নির্ধারিত আসনের (৭৫টি) বাইরে প্রতি বর্ষে প্রায় পাঁচ গুণ বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করেছে। তাঁদের বিষয়ে প্রথমে সিদ্ধান্ত নেবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।